ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৭৬২
ছৈলেংটা, ১৫ নভেম্বর, ২০২৬

জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মাইলফলক:
জনজাতীয় গৌরব দিবসে মাণিকপুর একলব্য বিদ্যালয়ের উদ্বোধন:
সরকার জনজাতি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির
সংরক্ষণ ও প্রসারে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী



স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বীরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করা হয়। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার মাণিকপুরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৪৮০ আসনবিশিষ্ট একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) সাহা ভগবান বীরসা মুন্ডার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশ গঠনে জনজাতি সম্প্রদায়ের অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার ১৫ নভেম্বর দিনটিকে ভগবান বীরসা মুন্ডার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনজাতি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক পরিচিতি সংরক্ষণ ও প্রসারে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার জনজাতি পরিবারগুলির কাছে সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

*** ২য় পাতায়

জনজাতীয় গৌরব দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্যে চারটি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। মণিকপুরের পাশাপাশি মনু, হেজামারা ও ওম্পিতে একলব্য বিদ্যালয়গুলির ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে অনুমোদিত মোট ২১টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৪টি চালু হয়েছে। নতুন চারটি বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের ফলে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে। বাকি বিদ্যালয়গুলির নির্মাণকাজ আগামী বছরগুলিতে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ত্রিপুরার জন্য আরও ১৫টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় অনুমোদনের ব্যাপারেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। শিক্ষার গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যথাযথ শিক্ষা, সচেতনতা ও তৃণমূল স্তরে ক্ষমতায়ন ছাড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় আবাসিক সুবিধা, স্টাইপেন্ড, অনুদান এবং প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী পিএম-জনমন এবং ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান প্রকল্পের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, প্রত্যন্ত ও অনুন্নত এলাকার পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পিএম-জনমন প্রকল্পের অধীনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলা জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। রাজ্যের উন্নয়নমূলক উদ্যোগের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ২০২৩ সালের ২৫ নভেম্বর চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পের আওতায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জল এবং অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ৫০টি বোর্ডিং হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রতি বছর ৪০ জন মেধাবী জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে উন্নতমানের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে সহায়তা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ২০২১ সালের ১৪ আগস্ট চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের কথাও উল্লেখ করেন। রাবার চাষের প্রসার এবং রাবার চাষিদের জীবিকার সুযোগ আরও শক্তিশালী করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে রাবার বাগান গড়ে উঠেছে, যা যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, জনজাতি শিশুদের প্রতিভা, দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে তার বিকাশ ঘটানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এর জন্য গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টি, নিরাপদ পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবাসিক হোস্টেলগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রাখার জন্য নিয়মিত তদারকি এবং মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

**৩য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২০২৫ সালে প্রায় ৩০ হাজার জনজাতি মহিলাকে ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা ও জীবিকার সুযোগ প্রসারের লক্ষ্যে সুতো প্রদান করা হয়েছে। আগামী দিনে আরও ৪৫ হাজার জনজাতি মহিলাকে এই উদ্যোগের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। জনজাতি যুবক-যুবতীদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ এবং খেলাধুলায় উৎসাহ জোগাতে রাজ্যের বিভিন্ন আরডি ব্লক ও মহকুমায় সিন্থেটিক সারফেস ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন খেলার মাঠও গড়ে তোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি সমাজের ঐতিহ্য ও সামাজিক সংহতি রক্ষায় প্রথাগত সামাজিক নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, সামাজিক প্রতিনিধিরা জনজাতি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শান্তি, সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সমাজের প্রতি তাঁদের মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজধানীতে তাঁদের সম্মানিত করা হয়েছে। বক্তব্যের শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা মাণিকপুরে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ধলাই জেলার প্রত্যন্ত ও অন্তিম এলাকায় এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আগামী দিনে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের সামনে শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু ছাত্রছাত্রী ও পরিবারের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা রাজ্যে জনজাতি কল্যাণ ও শিক্ষা পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব, অঙ্গীকার ও বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে মাণিকপুরে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব কিরণ গিত্যে , রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব শশী কুমার, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

*****